তারিখ ... 19 APR 2017

সংবাদ

অপচিকিৎসায় পঙ্গু হচ্ছেন মানুষ

এসএসসি পাস জালাল অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ!

প্রতিনিধি, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

খোলা জায়গায় চলছে এনালগ এক্স-রে মেশিন! চিকিৎসা নামে চলছে 'পঙ্গুত্ববরণ'। দেশ ও বিদেশের ফেরত রোগীরা এখানে ভালো হচ্ছে! দালালদের এমন বক্তব্যের তোড়ে সেখানে দাঁড়ানোই দায়। তাদের ভাষ্যমতে, জালাল উদ্দিন হলো 'অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ'!! রোগী দেখেন, প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার। গৌরীপুর উপজেলা হাসপাতাল থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে উত্তরবাজারে রুবেল এক্স-রে ক্লিনিকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই জালাল উদ্দিনের বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার পোড়াবাড়ি গ্রামে। তার বাবার নাম আব্দুল হেকিম। সে চরজিথর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে এসএসসি পাশ করে। তার বাবাও হাড়ভাঙা চিকিৎসা করেন। বাবার পেশার সূত্রধরেই সেও সেজে যান 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক'। উত্তর বাজারের চেম্বারে গত শনিবার যেতেই চোখে পড়ে রোগীর দীর্ঘ লাইন। চিকিৎসা নিতে আসা হারুন মিয়া সিঁড়ি থেকে পড়ে বামপা ভেঙে গেছে। ঢাকায় একটি গার্মেন্টে কাজ করতে গিয়ে শুক্রবার এ দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি গৌরীপুর উপজেলার কোনাপাড়া গ্রামের আবাল হোসেনের পুত্র। ঢাকায় চিকিৎসা না করে কথিত অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জালাল উদ্দিনের নিকট নিয়ে এসেছে তার পরিবারের লোকজন। সেখানে চিকিৎসা চলছে রামগোপালপুর ইউনিয়নের কান্দুলিয়া গ্রামের মোঃ আজাদ মোস্তফার কন্যা এইচএসসি পরীক্ষার্থী ফারজানা আক্তারের। হোঁচট খেয়ে পায়ের আঙুলের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই নিয়ে ৩বার প্লাস্টার করা হয়েছে। হাটশিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণির ছাত্র অরবুলার ভাঙা বামহাতেও চিকিৎসা চলছে। খেলতে গিয়ে বাম হাত ভেঙ্গে যায়। সে হাটশিরা গ্রামের শামীম মিয়ার পুত্র। অগ্রদূত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র মোঃ হৃদয় মিয়া। সে কোনাপাড়া গ্রামের মোঃ ইউসব আলীর পুত্র। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্স-রে মেশিন ৪বছর যাবত বিকল। নেই অর্থোপেডিক্স বিভাগের ডাক্তার। তাই অসহায় এসব মানুষ সুস্থ্য হওয়ায় আশা নিয়ে এসেছে রুবেল এক্স-রে ক্লিনিকে। দু'এক ভালো হলেও অধিকাংশ মানুষ বরণ করতে হচ্ছে পঙ্গুত্ব! এ সঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ এনামুল কবীর জানান, ডাক্তারী প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ছাড়া এই চিকিৎসা কার্যক্রম চালানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

জালাল উদ্দিনও একপর্যায়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি স্বীকার করেন। রোগীদের ব্যথানাশক ও বিভিন্ন এন্ট্রিবায়েটিক ওষুধ লিখে দেন। এ ওষুধে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই উল্লেখ করে তিনি নিজেই স্বীকার করেন 'রেজিস্টার্ড মেডিকেল অফিসার' ব্যতিত এ ওষুধ লেখার ক্ষমতা কারো নেই। তবে এ ওষুধ লেখার বৈধ্যতার জন্য কিশোরগঞ্জ থেকে এমএলএফ প্রশিক্ষণ নেন।

পৌর শহরের উত্তরবাজারের মোঃ বাবুল মিয়ার ২৩ মাসের শিশু সন্তান মোঃ লিমান মিয়া। হাতে ব্যথা অনুভব করায় মোঃ জালাল উদ্দিনের চেম্বারে নিয়ে যান। এক্স-রে করার পর এ ডাক্তার জানান শিশুটির হাড় ভেঙ্গে গেছে। বিষয়টি সন্দেহ হলে শিশুকে ময়মনসিংহে নিয়ে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে এক্স-রে ও ডাক্তারি রিপোর্টে দেখা যায়, শিশুটির হাড় ভাঙ্গেনি। তরুণ শাহীন রহমানের ডানহাত এখন অচল। সে পৌর শহরের বাড়িওয়ালাপাড়ার নজিবুর রহমানের পুত্র। শাহীন রহমান বলেন, গত নভেম্বর মাসে এক দুর্ঘটনায় আমার ডান হাতের আঙ্গুলের হাড় ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে জালালের কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়ে আঙ্গুলের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এরপর আমি অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে হাতের আঙ্গুল আর ঠিক করাতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে কথিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জালাল উদ্দিন বলেন, 'হাসপাতালেও মানুষ পঙ্গু হয়'। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মর্জিনা আক্তার জানান, ডাক্তারের সনদ ব্যতিত এ চিকিৎসা অবৈধ ও টাকা-পয়সা নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
স্বাক্ষর